যেতে যেতে পথে

এম এ মোমেন

আসুন আসুন এখানে পরীক্ষার সুবন্দোবস্ত আছে

আসুন আসুন এখানে খাবারের সুবন্দোবস্ত আছে, ইলশা মাছের ডিম, পাঙ্গাসের পেটি, আসুন আসুন, ডাইল ফ্রি, পাবদা ভাজা, মহিলাদের আলাদা টয়লেট আসুন আসুন। গোয়ালন্দ ঘাটের এই প্রাণহরা ডাক যারা শুনেছেন তাদের শুকনো তালু এমনিতে সিক্ত হয়ে উঠেছে, তারপরও যারা ঘাটের হোটেলে তশরিফ নেবেন না বলে মনস্থির করে রেখেছিলেন, যাবেন কোথায়, কাশীর পান্ডার মতো গোয়ালন্দের পান্ডা চ্যাং দোলা করে হোটেলে নিয়ে বসাবেই। পাঙ্গাসের পেটি, পাবদা ভাজা, মুগের ডাল মুখে তোলার আগেই চিৎকার শুনলেন, ছাইড়া গেলো, ছাইড়া গেলো।

জাহাজই হোক, ট্রেনই হোক, হাল আমলের এসি কোচই হোক আপনাকে ফেলে চলে যাবে, তা কি করে হয়। সুতরাং পুরো দাম মিটিয়ে ক্ষুধা নিয়েই ভোঁ দৌড়- ছাইড়া দিলো। দৌড়াচ্ছেন আর শুনতে পাচ্ছেন সেই প্রাণ আনচান করা ক্ষুধাবর্ধক সঙ্গীত আসুন আসুন, এখানে খাবারের সুবন্দোস্ত আছে— পাবদা, ইলিশ, কই ও পাঙ্গাস।

পরীক্ষার আগে পরীক্ষা ব্যবসায়ী তথাকথিত শিক্ষকরা (বিদ্বজন তথাকথিত শব্দটিকে নিয়েই খুব একটা গুরুত্ব দেবেন না কারণ দেশে সকল পেশাতেই তথাকথিতের সংখ্যা বেশি) আরো বেশি সুর করে পরীক্ষার্থী ধরার গান গাইতে শুরু করেন। একেক সময় একেক রাজনৈতিক আমলে কথিত আদর্শের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সেখানে সুরারোপ করা হয়। এ রকম একটি সুরের নাম উলট-কাম্বলী সুর। গুলিস্তানে সুর করে উলট কম্বলের সরবত বিক্রির কায়দা শুনুন যারা দেখেছেন তারা এই অপ্রীতিকর কল্পামটি পড়তে পড়তে উলট-কাম্বলী সুরে গুনগুন করে নিচের গানটিও গাইতে পারবেন :

তারপরেতে কি আছে
ভালো একটা স্কুল আছে
তার পরেতে কি আছে
সেই স্কুলে কেন্দ্র আছে
তার পরেতে কি আছে
পরীক্ষার সিট আছে
তার পরেতে কি আছে
বই কাটার সুযোগ আছে
তার পরেতে কি আছে
বোর্ডের সাথে যোগ আছে
তার পরেতে কি আছে
এমপি সাহেবের দোয়া আছে...

গানটা আরো অনেক বড়ো। এরকম জিজ্ঞাসা যেতে থাকে, তার পরেতে কি আছে? উত্তর আসে, নিজস্ব মস্তান আছে, খাতা পাল্টানোর সুযোগ আছে, ম্যাজিস্ট্রেট ঠেকানোর ব্যবস্থা আছে, গ্রেনেড আছে, ককটেল আছে ইত্যাদি।

এমন উদাত্ত আহ্বান শুনে পরীক্ষা দিতে কার না ইচ্ছা করবে। সুতরাং শুরু হয়ে যায় পরীক্ষার জন্য নাম লেখানো। নিবন্ধন করা, পাস করে উপরের ক্লাসে ওঠা নিতান্তই সেকেলে ব্যাপার। ব্যাক ডেটে সব করা যায়। একটাই কেবল প্রয়োজন— বিদ্যা নয়, বুদ্ধি নয়, আত্মশুদ্ধি নয়, কেবল টাকা হলেই হবে।

পরীক্ষা কেমন হবে পরীক্ষা কেন্দ্রে আবহাওয়া কতো মনোহর হবে সে বিবরণী অনুমোদন করেই না পরীক্ষার্থী কবুল করেছে। যে পরীক্ষার্থী দুদণ্ড স্থির হয়ে বসে পড়াশোনা করেনি, যে পরীক্ষার্থী অপেক্ষাকৃত ভালো স্কুলে নির্বাচনী পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়েছে, যে পরীক্ষার্থী আল্লাহ ভরসার পর কেবলমাত্র এই সব ঠিকাদার শিক্ষক ভরসা করে পরীক্ষার হলে এসেছে তাদের তো অসদুপায়ের সুযোগ পেতেই হবে।

পরীক্ষার সুবন্দোবস্তের প্রতিশ্রুতি দিয়েই তো তাকে পরীক্ষার্থী হিসেবে কবুল করা হয়েছে।

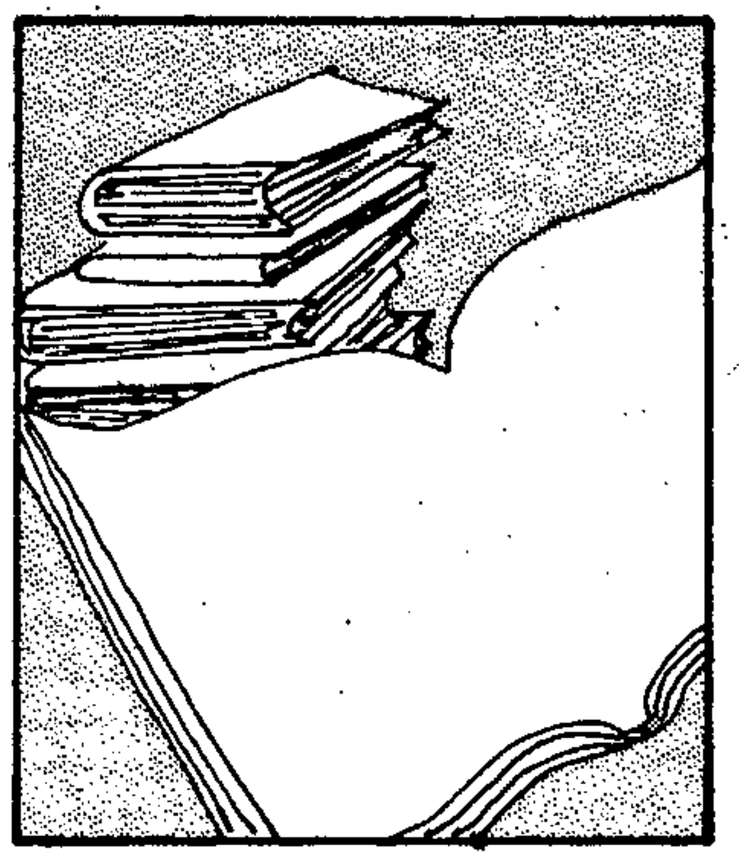

সবাই যে চাহিদা মোতাবেক পুরো টাকা দিতে পেরেছে এমন নয়। নেতার ভাস্তে, ভাগ্নে কিংবা নিজেই নেতা হলে আর পায় কে। ফ্রি সুযোগ তো দিতেই হবে, তার ওপর দুষ্কর্মের সহযোগীদের নিয়ে হেডমাস্টার যে বুমিং বিজনেস করলেন সেই মুনাফার কিছুটাও চাই।

এতো কিছুর পরও যদি দেখা যায় পরীক্ষার ফল যখন বের হলো সবার প্রিয় মানিক রতনটির নাম নেই, ঠিকাদার শিক্ষকই এসে আশ্বস্ত করবেন, আরে ধ্যাৎ নাম নেই তো কি এসে যায়। আজাই বোর্ডে যোগাযোগ করছি। কোন ডিভিশন লাগবে— ফার্স্ট না সেকেন্ড? সঙ্গে ক'টা লেটার? টাকা দাও, কালই মার্কশিট ও সার্টিফিকেট একসঙ্গে আনিয়ে দেবো।

এই ঠিকাদার শিক্ষক পারবেনও বটে। তার সঙ্গে জাতীয় কুলাঙ্গার চক্রের প্রায় সবারই ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে— বোর্ডে, মহাপরিচালকের অফিসে, মন্ত্রণালয়ে সর্বত্র। সুতরাং সার্টিফিকেট, মার্কশিট, টেস্টিমোনিয়াল এসব সংগ্রহ করা কোনো

> **আমাদের শিক্ষার ঐতিহ্য, আমাদের ইতিহাসের অহঙ্কার ও আমাদের উজ্জ্বল সোনালি ভবিষ্যৎ নিয়ে গালগল্প করে লাভ নেই। সুন্দর প্রজন্ম পেতে হলে কেবল পরীক্ষার সুযোগ দিলেই হবে, পরীক্ষার 'সুবন্দোবস্ত' করে দেওয়ার আদৌ কোনো প্রয়োজন নেই।**

ব্যাপারই নয়।

নকলের যে মহোৎসব তাতে ঐ ছাত্রদের ভূমিকা ততোটা ন্যক্কারজনক নয়, যতোটা ঘৃণ্য ও ন্যক্কারজনক এ ঠিকাদার শিক্ষক, তাদের সহযোগী প্রশাসক ও রাজনীতিবিদ এবং উপরি উপার্জন বিলাসী কর্তৃপক্ষের ভূমিকা।

তারপরও হতাশার কারণ নেই। রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডের প্রায় সকল কিছুই রাজনৈতিক ইচ্ছার প্রতিচ্ছবি। রাজনৈতিক সদিচ্ছা এবং তা বাস্তবায়নের সুনির্দিষ্ট, সুস্পষ্ট এবং পক্ষপাতহীন নির্দেশনা অবশ্যই পরীক্ষা ব্যবস্থাপনাকে সুষ্ঠু করতে পারে এবং অসদুপায় অবলম্বনের প্রবণতা কমিয়ে আনতে পারে। আমাদের শিক্ষার ঐতিহ্য, আমাদের ইতিহাসের অহঙ্কার ও আমাদের উজ্জ্বল সোনালি ভবিষ্যৎ নিয়ে গালগল্প করে লাভ নেই। সুন্দর প্রজন্ম পেতে হলে কেবল পরীক্ষার সুযোগ দিলেই হবে, পরীক্ষার 'সুবন্দোবস্ত' করে দেওয়ার আদৌ কোনো প্রয়োজন নেই।

দুই

কলারোয়া ট্র্যাজেডির কথা আর বলে লাভ নেই, কিন্তু আগামী পরীক্ষাতে যেন এ ধরনের আরো কলারোয়া কাহিনী না ঘটে তার প্রস্তুতি এখনই নিতে হবে।

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা কিংবা অব্যবস্থা যে দুরাচারী শক্তির জন্ম দিয়েছে এবং দিচ্ছে তা জাতিকে গ্রাস করতে শুরু করেছে। মেরি শেলির ফ্রাঙ্কেনস্টাইন কাহিনী সকলেই জানেন। ডক্টর ফ্রাঙ্কেনস্টাইনের সৃষ্টি তাকেই বধ করতে উন্মত্ত।

গতমাসে ভোরের কাগজসহ আরো কয়েকটি জাতীয় পত্রিকায় শিক্ষকদের একটি মিছিলের ছবি অনেকেরই দেখার সুযোগ হয়েছে। মিছিলের পুরোভাগে বিশাল ব্যানারে মোটা হরফে লেখা :

শিক্ষকদের প্রাণে বাঁচতে দিন

একই ব্যানারে লিখা রয়েছে আনন্দমোহন কলেজকে রক্ষা করুন। অর্থাৎ সেই অপসৃষ্টি শিক্ষক এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ভক্ষণ দিয়ে মেটাতে শুরু করেছে সর্বগ্রাসী ক্ষুধা। শিক্ষকরা এখন প্রাণে বাঁচার আকুল আকুতি জানাচ্ছেন।

ঐ কলেজেরই একটি মহল শিক্ষকদের ওপর অবৈধ চাপ প্রয়োগ করে 'ঐতিহ্যগতভাবে' নকলের অবাধ সুযোগ দাবি করে। কয়েকজন পরীক্ষার্থী মোবাইল টেলিফোনে (মোবাইল টেলিফোন এখনো ঐতিহ্যে পরিণত হয়নি, আর কবছর এভাবে চালাতে পারলে পরীক্ষার হলে মোবাইলের ঐতিহ্য নিয়েও অহঙ্কার করতে পারবে আগামীর পরীক্ষার্থীরা) নকল সরবরাহকারীদের সঙ্গে যোগাযোগ করে নকলের চালান পাঠানোর নির্দেশনা দেয়। সরবরাহকারীগণ শিক্ষকদের বাধা মানেনি, প্রশ্নপত্র ও খাতা বিতরণের মতোই নকল বিতরণ করেছে। তাতেও তৃপ্ত হয়নি। শিক্ষকদের লাঞ্ছিত করে, অস্ত্র উঁচিয়ে তাড়া দিয়েছে। জীবনাশংকা নিয়েও শিক্ষকরা শেষ পর্যন্ত রাস্তায় নামে। প্রাণে বাঁচার দাবি জানায়।

সেই ব্যানারে আরো একটি নিরীহ আকুতি লিখিত ছিলো— **সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার সুযোগ দিন**। অর্থাৎ শিক্ষার সুযোগ আর সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের নেই। অসাধারণ দুরাচারদের হাতে চলে গেছে। এরা যে দলের অনুগতই হোক না কেন এরা অজ্ঞাতনামা নয়, শনাক্ত করা যাবে না এমন নয়। শিক্ষকরা (যাদের নকল করে পাস করার, মস্তানি করার এবং চাটুকারবৃত্তির অভিজ্ঞতা নেই) যদি সুবিচার না পান, ন্যায়নীতির মেরুদণ্ড ভেঙে যাবে। যারা এদের প্রশ্রয়দাতা, স্রষ্টা ফ্রাঙ্কেনস্টাইন তাদের জন্য প্রার্থনা করে লাভ নেই। অপসৃষ্টি তার স্রষ্টাকে ধ্বংস করবেই। এটাই বিধান। আমিন।

ড. এম এ মোমেন : লেখক, ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনিং স্পেশালিস্ট, সাউথ-সাউথ সেন্টার, বাংলাদেশ।